রাজমা (Bean)

এক একর রাজমা চাষ করা হলে, প্রায় ৫০ কেজি নাইট্রোজেন অর্থাৎ প্রায় ১০৮ কেজি ইউরিয়া সারের সাশ্রয় হয়। গ্রামের কৃষকভাইদের কাছে রাজমার শুঁটি 'ফরাস' বা ফরাস সিম হিসাবে বহুল পরিচিত।

জলবায়ু ঃ রাজমা মৃদু উষ্ণ আবহাওয়া পছন্দ করে। এই ফসল জমাট হিমকনা বা তুষারপাত সহ্য করতে পারে না। আবার তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নীচে নেমে গেলে বীজবপনের পর অঙ্কুরোদ্গম হয় না। অন্যদিকে অত্যধিক গরম এবং বৃষ্টির সময় ফুল ঝড়ে পড়ে যায়। মোটামুটিভাবে ২০-২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস বাতাসের তাপমাত্রা গাছের বৃদ্ধি এবং অধিক ফলনের জন্য অনুকূল। ভাল ফলনের জন্য মাটির তাপমাত্রার ১৮-২৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস উত্তম।

জমি নির্বাচন ঃ জল জমে না, মাঝারি উঁচু জমিতে রাজমা চাষ ভাল হয়। উত্তম জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থাযুক্ত, দোঁয়াশ, বেলে দোঁয়াশ এবং এঁটেল দোঁয়াশ মাটিতে রাজমার চাষ করা যায়। মাটির পি.এইচ ৫.৫-৬.৮ অনুকূল।

জাত ঃ পুসা পার্ব্বতী উদয়, পি.ডি.আর-১৪, ভি.এল.বোনি-১, ভি.এল-৬৩, আর্কা কোমল, বান্টি ফুল, ঝম্পা লক্ষ্মী, এস.ভি.এম-১, পন্থ অনুপমা। সবজির জন্য ৪৫-৬০ দিন থেকে ফসল তোলা চলে, তবে বীজের রাজমা ডালের জন্য ১০০-১১০ দিন প্রয়োজন হয়।

জমি তৈরী ও বীজ বপন ঃ উত্তরপূর্ব ভারতের সমতল অঞ্চলে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে ঠাণ্ডা পড়ার শুরুতে বীজ বপন করা যায়। তবে কার্ত্তিক মাসে বপন উত্তম। বেশী উঁচু পাহাড়ী অঞ্চলে শীতের অবস্থা বুঝে ফাল্গুন থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত বপন করা চলে। একর প্রতি বীজ লাগবে ২০-৩০ কিলোগ্রাম, সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সে.মি. এবং সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ৫ সে.মি.। অন্যদিকে মাঝারি উঁচু ও লতানো জাত রোপন করতে হবে ৯০ সে.মি. x ৭.৫ সে.মি. দূরত্বে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন সবজির জন্য ফরাস বিন চাষ করা হলে জমি ছোট ছোট প্লটে ভাগ করে কয়েকদিন পর পর বপন করা হলে নিয়মিত দীর্ঘ সময় বাজারজাত করতে সুবিধা হয়। আবার রাজমা ডাল বীজের জন্য চাষ করা হলে এক সঙ্গে সম্পূর্ণ জমির বপনের কাজ শেষ করা শ্রেয়। বীজ বপনের আগে মটরের বীজ শোধনের পদ্ধতিতে বীজ শোধন করা আবশ্যক।

খাদ্যের ব্যবস্থাপনা ঃ অন্যান্য ডাল শস্যের তুলনায় রাজমার সারের চাহিদা অপেক্ষাকৃত বেশী। জমি তৈরীর সময় প্রথম চাষে একর প্রতি ১০ টন

কম্পোষ্ট অথবা উত্তম পচা গোবর প্রয়োগ করে, শেষ চাষে ইউরিয়া ১৮ কেজি, সিঙ্গেল সুপার ফসফেট ৬০ কেজি এবং মিউরিয়েট অব পটাশ ১৪ কেজি মিশিয়ে দেওয়া চলে, তবে মাটি পরীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী সার প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। গাছে ফুল আসার সময় অর্থাৎ বীজ বপনের দেড়মাস পর, একর প্রতি ১৭ কেজি ইউরিয়া চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

বীজ বপনের এক মাস এবং দেশ মাসের মাথায় ২ শতাংশ ডি.এ.পি. (২০ গ্রাম ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট প্রতি লিটার জলের সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে) ফসলে ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিলে সুফল পাওয়া যায়।

জলের ব্যবস্থাপনা ঃ রাজমা ফসলের জলের চাহিদা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে পুষ্প মুকুলের শুরু হওয়ার আগে, ফুল ফোটার সময় এবং শুঁটি পুষ্ট হওয়ার সময়, এই সময় যেন মাটির জল ধারন ক্ষমতা অনুকূল অবস্থায় বজায় থাকে সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আবার জমিতে জলের মাত্রা অধিক হলে, গাছের বৃদ্ধির প্রতিকূল পরিবেশের জন্য শিকড় পচা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তবে মোটামুটিভাবে চারটি সেচ, বীজ বপনের এক মাস, দেড়মাস, দুইমাস এবং তিন মাসের মাথায় দেওয়া আবশ্যক। এছাড়া বীজ বপনের আগে প্রয়োজনে প্রাক বপন সেচ দিয়ে, বীজ বপন করা হলে অঙ্কুরোদ্গম ভাল হয় এবং সমস্ত মাঠে সমভাবে গাছ গজায়।

অর্ন্তবর্তী পরিচর্যা ঃ গাছ গজানোর ২-৩ সপ্তাহ পর থেকে আগাছার উপদ্রব শুরু হয় এবং প্রয়োজনে কোদালের সাহায্যে নিড়ি দিয়ে আগাছা নিয়ন্ত্রন খুবই জরুরী। ঘন করে বীজ বুনলে অথবা সাথী ফসল হিসাবে ভুট্টা, আলু, তিসি, গম ইত্যাদি ফসলের সঙ্গে চাষ করা হলে আগাছার উপদ্রব কম হয়। লতানো জাতের জন্য বাঁশের কুঞ্চি, অথবা দড়ি বেঁধে বাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলে ফলন বেশী পাওয়া যায়। সাধারণত দুইবার আগাছা নিয়ন্ত্রন করার প্রয়োজন হয়।

ফসল তোলা ঃ জাত ভেদে রাজমা বপনের ৪৫-৬০ দিন পর থেকে সবজি হিসাবে শুঁটি তোলা যায়। সাধারণত প্রথমে ফুল আসার ৭-১২ দিন পর সবজি ফ্রেসবিন বাজারজাত করা যায়। জলদি জাতের ফসল থেকে ২-৩ বার এবং নাবি জাত থেকে ৩-৫ বার ফসল তোলা যায়। সবজি ফরাসবিন ৫-৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ২০-২৫ দিন মজুত করা সম্ভব। সবজি শুঁটির ফলন একর প্রতি বেঁটে এবং ঝোপাকৃতি জাত ২০-২৫ কুইন্টাল, লতানো জাত ৪৫-৫৫ কুইন্টাল। শুকনো রাজমা ডাল শস্যের বা বীজের ফলন একর প্রতি ৫-৮ কুইন্টাল।